

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE
in collaboration with
MINISTRY OF EDUCATION, SINGAPORE
General Certificate of Education Ordinary Level

BENGALI

3204/02

Paper 2 Language Usage and Comprehension

October/November 2005

1 hour 30 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, index number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen on both sides of the paper.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Answer **all** questions.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

This document consists of **8** printed pages.



Singapore Examinations and Assessment Board

SPA (NH) S89093/4
© UCLES & MOE 2005



UNIVERSITY of CAMBRIDGE
International Examinations

[Turn over

Section A

বিভাগ 'ক'

A1 Combination of Words

[10]

সন্ধি

নিচে দেওয়া শব্দগুলির সন্ধি কর।

তোমার উত্তর প্রদত্ত উত্তর পুস্তিকায় লেখো।

- 1 নে + অন
- 2 উৎ + লেখ
- 3 অতি + অন্ত
- 4 পরিঃ + কার
- 5 শুভ + ইচ্ছা

A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs

[10]

বাগধারা, প্রবচন, জোড়া শব্দ

নিচে বাক্যগুলিতে একটি করে শূন্যস্থান দেয়া আছে। শূন্যস্থানগুলি পূরণের জন্য নিচে দেয়া উপযুক্ত বাগধারা/প্রবচন/জোড়া শব্দটি বেছে উত্তর পুস্তিকায় লেখো।

- 6 বাপের রেখে যাওয়া টাকা-পয়সা দুদিনেই _____ করে উড়িয়ে দিয়ে সেলিম এখন পথে বসেছে।
- 7 এসব কথার কোনো গুরুত্ব নেই, এগুলো নিতান্তই _____।
- 8 জামান সাহেবের সংসারে উন্নতি দেখে মনে হয় তাঁর এখন _____; যে কাজে হাত দেন তাতেই সোনা ফলে।
- 9 লোকটির আচার-ব্যবহারে বেশ সরল মনে হয়, কিন্তু আসলে সে _____।
- 10 তোমার মতো কৃপণের কাছে জনসেবার নামে চাঁদা চাওয়া _____ ছাড়া আর কিছুই নয়।

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) কালো বাজার | (6) কথার কথা |
| (2) পোয়া বারো | (7) অগাধ জলের মাছ |
| (3) অরণ্যে রোদন | (8) টাকার কুমীর |
| (4) নয়-ছয় | (9) পায়ভারি |
| (5) একাদশে বৃহস্পতি | (10) আদায় কাঁচকলায় |

A3 Sentence Transformation

[10]

বাক্য রূপান্তর

নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে এমন ভাবে পূরণ কর যেন তার অর্থ ওপরের বাক্যটির অর্থ থেকে বদলে না যায়। উত্তর পুস্তিকায় শুধু তোমার উত্তরটুকুই সম্পূর্ণ বাক্যে লিখবে।

- 11 তোমার কাছে টাকা থাকলে আমাকে দিও।
যদি তোমার _____।
- 12 যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও তাঁর কোন অহঙ্কার নেই।
তিনি বিদ্বান _____।
- 13 শিক্ষক ক্লাশে উপস্থিত না থাকলে ছাত্ররা লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়।
শিক্ষকের _____।
- 14 বাবা আমাকে পড়তে বসতে আদেশ করলেন।
বাবা আমাকে _____।
- 15 আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই এলাকায় কোন লোকজন ছিল না।
আমাদের _____।

A4 Cloze Passage

[20]

ক্লোজ পরিচ্ছেদ

এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলি পূরণের জন্য নিচে কতগুলি শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য তার মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে উত্তর পুস্তিকায় লেখো।

রমযান মাসের ত্রিশ দিন রোজা রাখার পর আজ _____ এসেছে। কত সুন্দর এবং উজ্জ্বল

16

ঈদের এই _____। গাছে গাছে _____ সমারোহ, আকাশে যেন অদ্ভুত লালিমা।

17

18

সারা গ্রামে _____ লেগেছে। ঈদগাহে যাবার প্রস্তুতি চলছে। কারো জামার বোতাম নেই;

19

পাশের বাড়ি থেকে সুই-সূতা আনার তাড়া লেগেছে। কারো জুতা _____ গেছে, এটা

20

সেলাই করার জন্য মুচির বাড়ি ছুটছে। তাড়াতাড়ি ষাঁড়কে খাইয়ে দাও। ঈদগাহ থেকে ফিরতে ফিরতে

দেৱী হয়ে যাবে। তিন _____ পায়ের চলা পথ, আবার শত শত লোকের সঙ্গে দেখা ও

21

কোলাকুলি করা! দুপুরের আগে _____ অসম্ভব। ছেলেরা সবচেয়ে বেশি খুশি। কেউ

22

কেউ হয়তো একটা _____ রেখেছে, তাও দুপুর পর্যন্ত; আবার কেউ সেটুকুও রাখে নি,

23

কিন্তু ঈদগাহে যাবার আনন্দ সবার জন্য। রোজা তো _____ জন্য, এদের জন্য শুধু ঈদ।

24

রোজ অধীর আগ্রহে এ দিন গোনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আজ ঈদ এসেছে। এখনও লোকজন কেন

_____ রওয়ানা হচ্ছে না এটা তারা ভেবে পাচ্ছে না! ঘর সংসারের চিন্তা করার কি

25

প্রয়োজন! সেমাই রান্নার জন্য ঘরে দুধ চিনি আছে কিনা কে জানে! এরা তো সেমাই খাবে!

(1) হৈচৈ

(6) ঈদ

(11) সবুজের

(2) সোনা

(7) ফ্রেশ

(12) ভোজন

(3) ঈদগাহে

(8) বোতাম

(13) ছিঁড়ে

(4) রোজা

(9) সকাল

(14) গজ

(5) বাচ্চা

(10) ফিরে আসা

(15) বয়স্কদের

Section B
বিভাগ 'খ'

অনুচ্ছেদটি ভাল করে পড়ে নিচে দেয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

আজ ৩১ শে জুলাই। গতকাল ঢাকা থেকে কলকাতায় প্লেনে, কলকাতা থেকে বাসে প্রথম মোস্বাই থেকে দিল্লী পৌঁছলাম। ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লী থেকে আগ্রা পৌঁছলাম আজই। মূল উদ্দেশ্য তাজমহল দেখা। দুটো সুপারিসর টুরিষ্ট বাসে আমরা ১৫টি দেশের ৩০ জন প্রশিক্ষার্থী ও ৫ জন কর্মী। ১০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসাবে আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো আগ্রায়। শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঐতিহাসিক সেই আগ্রার তাজমহলকে দেখলাম নয়ন ভরে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারে আমাদেরকে নিয়ে ওঠানো হলো শহরের এক অভিজাত হোটেল। সারাদিনের ঘোরাফেরার কারণে সুভাবতই শরীর ও মন ক্লান্ত। কিন্তু এক রাতের জন্য আগ্রায়, কাজেই এই সুন্দর, তারা ভরা রাতে শহরটাকে ঘুরেফিরে দেখতে হবে। ডিনার সেরেই হোটেল থেকে বের হয়ে পড়লাম। গেটের সামনে বেশ ক'টি স্কুটার ও কালো ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ওপারেই রিকশাওয়ালাদের জটলা। ছোট শহর আগ্রা। তাই পায়ে হেঁটে বেড়ানোর ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু রিকশাওয়ালারা নাছোড়বান্দা।

স্বল্প ভাড়াতেই রাজি হয়ে গেল জর্নৈক রিকশাওয়াল। মাত্র পাঁচ রুপিতে বিভিন্ন দোকানে নিয়ে যাবে, ঘন্টাখানেক ঘোরাবে। ২১/২২ বছরের এক যুবক এই রিকশাওয়াল, নাম শফি আলী। চমৎকার ইংরেজি বলে, বিশেষ করে বিদেশী টুরিষ্টদের সঙ্গে। উর্দু ওর মাতৃভাষা হিন্দীতেও মোটামুটি চলনসই। কিন্তু বাংলায় একেবারে হাতেখড়ি। এক কথায়, সে একজন দেশপ্রেমী ইন্ডিয়ান। রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে এসব কথাবার্তা হচ্ছিলো। শফিকে হ্যান্ডিক্রাফটের দোকানে নিয়ে যেতে বললাম। ও ইউনিক হ্যান্ডিক্রাফটস-এ নিয়ে দোকানের সামনে রিকশা রেখে আমার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলো। সেল্‌সম্যান, দোকান মালিকের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে শফির তা বুঝতে পারলাম। জিনিসপত্র কিনে হোটলে ফিরে এসে দেখি রিসেপশানে ইউরোপীয় তিনজন প্রশিক্ষার্থী অপেক্ষা করছে। ড্যানিয়েলা ও ইওল্যাভা, ১৮/১৯ বছরের তরুণী; পিটো ৪১/৪২ বছরের এক মধ্যবয়সী জার্মান, দেখলে মনে হয় ৩১/৩২ বছরের এক যুবক। আমার হাতে শপিং দেখে ওরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলো শপিং-এর জন্য। অগত্যা ওদেরকে নিয়ে বেরোলাম। শফি তখনও যায় নি। সঙ্গে আরও একটি রিকশা নিয়ে চললাম ইউনিক হ্যান্ডিক্রাফটস-এ। শফি খুব খুশি ও তৎপর হলো আমার সঙ্গে বেশ ক'জন কাষ্টমার দেখে। শফি আমাদের আশেপাশের কিছু দোকানেও নিয়ে গেল। আরও জিনিস কেনার জন্য প্রভাবিত করতে লাগলো। দোকানে শফির তৎপরতা দেখে উপলব্ধি করলাম যে, যাত্রীদের কাছ থেকে ওরা ভাড়া কম নিলেও কাষ্টমার জোগানোর জন্য দোকানদারদের কাছ থেকে ভাল কমিশন পায়।

B5 MCQ Comprehension

[14]

বোধজ্ঞানের বহু বিকল্প প্রশ্ন

প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি বেছে তার সংখ্যাটি উত্তর পুস্তিকায় লেখো।

26 ৩১শে জুলাই লেখক কি করলেন?

- 1 ঢাকা থেকে কলকাতা এলেন
- 2 মোস্বাই থেকে দিল্লী পৌঁছলেন
- 3 নতুন দিল্লী থেকে আগ্রা এলেন
- 4 ভারতের রাজধানী থেকে কলকাতা এলেন

27 বাসে কতজন শিক্ষার্থী ছিলেন?

- 1 পাঁচ জন শিক্ষার্থী
- 2 দশ জন শিক্ষার্থী
- 3 পনের জন শিক্ষার্থী
- 4 ত্রিশ জন শিক্ষার্থী

- 28 লেখক তাজমহল দর্শন করলেন
- 1 সন্ধ্যার আলো-আঁধারে
 - 2 শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে
 - 3 সুন্দর রাতে
 - 4 তারা ভরা রাতে
- 29 আগ্রা শহর দেখার জন্য লেখক
- 1 কালো ট্যাকসি ভাড়া করলেন
 - 2 স্কুটারের জন্য দাঁড়ালেন
 - 3 হেঁটে বেড়ালেন
 - 4 রিকশায় ঘুরলেন
- 30 শফি ট্যুরিষ্টদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলে?
- 1 মাতৃভাষা উর্দুতে
 - 2 কাঁচা বাংলায়
 - 3 চমৎকার ইংরেজিতে
 - 4 চলনসই হিন্দীতে
- 31 পিটোর পরিচিতি কি?
- 1 ১৮/১৯ বছরের ইউরোপীয় তরুণী
 - 2 ২১/২২ বছরের এক ইন্ডিয়ান যুবক
 - 3 ৩১/৩২ বছরের এক জার্মান যুবক
 - 4 ৪১/৪২ বছরের এক মধ্যবয়সী জার্মান
- 32 শফি আরও কাষ্টমার দেখে খুশি হলো কারণ
- 1 সে আবার দোকানে যেতে পারবে বলে
 - 2 কাষ্টমারদের কাছ থেকে ভাড়া কম নিতে পারবে বলে
 - 3 কাষ্টমারদের কেনাকাটায় প্রভাবিত করতে পারবে বলে
 - 4 কাষ্টমার জুগিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে কমিশন পাবে বলে

Section C

নিচে দেয়া অনুচ্ছেদটি ভাল করে পড় এবং প্রশ্নগুলির উত্তর যথা সম্ভব নিজের ভাষায় লেখো।

মুসলিম বাগের অধিকাংশ লোক বিভিন্ন ফলের বাগিচায় কাজ করে। এরা সারাদিন মজুরী খেটে ক্লান্ত দেহে, পাহাড়ের ভেতরে তৈরী, ছোট ছোট অন্ধকার গুহার মতো বাড়ি-ঘরে রাত কাটায়। চরম দারিদ্র, সরকারি সাহায্যের অভাব ও অবহেলা এবং কষ্টকর আবহাওয়ার কারণে এসব লোকজন একেবারে নিরুপায় ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কিছু সংখ্যক লোক জীবিকা অর্জনের জন্য সুড়ঙ্গ-খালেও কাজ করে। পাহাড় থেকে নির্গত ঝরণা ও ফলের বাগিচার পানির ফোয়ারাই ওদের জীবন। সুড়ঙ্গ খালের মাধ্যমে মাইল জুড়ে পানি সরবরাহ করা এদের জন্য সহজ হয়। সুড়ঙ্গ-খালগুলি এদের বন্ধু ও বেঁচে থাকার অবলম্বন।

মুসলিম বাগের অদূরেই রয়েছে সফর নামার খোলামেলা ও উঁচু জায়গা বিশেষ। পাহাড়ের গায়ে কোথাও আবার ঘন বনের সারি। মুসলিম বাগের লোকজন সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য স্বেচ্ছা উপভোগ করার জন্য সফর নামায় বেড়াতে যায়। কিন্তু তুমারপাতের মৌসুমে এই এলাকার চারিদিকে বরফে ঢেকে যায় এবং রাস্তাঘাটও অদৃশ্য হতে থাকে; মনে হয় যেন সম্পূর্ণ এলাকাটা বরফের চাদরে ঢাকা।

মুসলিম বাগের অধিকাংশ লোকই ‘সুলেমান খেল’ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সহজ, সরল এবং সাধারণ ভাবে জীবন কাটালেও এরা খুব অতিথিপরায়ণ ও বিনয়ী। নিজের খাবার অতিথিকে খাইয়ে ওরা নিজেকে ধন্য মনে করে। নিজেদের এলাকায় কোনো অপরিচিতের দেখা পেলেতো কথাই নেই। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পশতু ভাষায় উচ্চস্বরে ও হাসিমুখে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করে। তখন তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক অনাবিল সুখ। ভ্রমণকারীরাও ‘সুলেমান খেল’ গোষ্ঠীর এই পরম পাওয়া আনন্দ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চায় না। কিন্তু, কিছু কিছু নির্বোধ ভ্রমণকারীর কাছে এসব অসহ্য লাগে। তারা এদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও আপ্যায়নকে ভুল বোঝে। এদের উচ্চহাসি এসব নির্বোধ ভ্রমণকারীদের কাছে রীতিমত হাস্যকর, অপমানজনক ও বিরক্তিকর বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও বেলুচিস্তানের সাহসী পাঠানদের এই প্রথা বংশগত ভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। ছোট বড় সকলেই জ্ঞান, কাল ও পাত্র ভেদে তাদের আতিথেয়তার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

C6 OE Comprehension

[36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর যথা সম্ভব নিজের ভাষায় লেখো।

- 33 মুসলিম বাগের অধিকাংশ লোক কোথায় কাজ করে এবং কি ধরনের বাড়ি-ঘরে থাকে?
- 34 মুসলিম বাগের লোকজনের নিরুপায় হওয়ার কারণ কি?
- 35 তাদের জীবনে সুড়ঙ্গ-খালের গুরুত্ব কি?
- 36 সফর নামা সম্পর্কে কি কথা বলা হয়েছে?
- 37 'সুলেমান খেল' গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য কি? এরা অপরিচিতদের কিভাবে স্বাগত জানায়?
- 38 তাদের স্বাগত জানানোর ভঙ্গী কিছু সংখ্যক ভ্রমণকারীদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়?

C7 Vocabulary

[10]

শব্দার্থ

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে রেখাঙ্কিত নিচের শব্দগুলির অর্থ লেখো।

- 39 অবহেলা
- 40 সুড়ঙ্গ-খাল
- 41 অতিথিপরায়ণ
- 42 ভ্রমণকারী
- 43 অপমানজনক

End of Paper

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.